পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

আইইডির সংবাদ সম্মেলন
নানামুখি প্রশিক্ষণ সমাজে আনছে পরিবর্তন

পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তনের পথে হাঁটতে চায় ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (আইইডি)। সংস্থার কার্যক্রমও পরিচালিত হয় নিত্য পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায়। সেই ধারাবাহিকতায় পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সমাজ-উন্নয়নকর্মী, বিশেষত সমাজের সক্রিয়জনদের মাধ্যমে গণতন্ত্রায়ন এবং জন-পরিবেশ সহায়ক সমাজ রূপান্তরের লক্ষ্যে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোগঠন পরিবর্তন, সৃজনশীল চিন্তা ও উন্নয়ন উদ্যোগসমূহকে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সহায়তা এবং সামাজিক জাগরণ সৃষ্টিসহ নারী, পিছিয়েপড়া ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব তৈরি, দ্বন্দ্ব নিরসন ও রূপান্তর, সংবেদনশীলতা-সহনশীলতা-শান্তি-সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণ এবং সমাজে জনউদ্যোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করছে।

সংস্থার এসব কার্যক্রম জনপরিসরে তুলে ধরতে ২৬ নভেম্বর ২০২৪ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (আইইডি) একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে। আইইডির জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সূচনা বক্তব্য রাখেন সমন্বয়কারী তারিক হোসেন। সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উপস্থাপন করেন সিনিয়র সমন্বয়কারী মো. হামিদুজ্জামান।
নারীর ক্ষমতায়ন, জাতিগত-ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও পরিবেশ-প্রতিবেশের উন্নয়ন এবং সমাজে বৈষম্যহীনতা ও শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষায় অনলাইনে কুতথ্য প্রতিরোধে আইইডির সফল দৃষ্টান্তগুলো উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে তুলে ধরা হয়।

একইসাথে নারী, দরিদ্র ও সমাজের পিছিয়েপড়া নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় সুবিধা নিশ্চিতকরণ, সমাজের নারী ও শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া আদিবাসী যুবদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও দোকানে রেখে সরাসরি হাতে-কলমে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা, পারিবারিক আইন, ব্যক্তি ও পরিবারে আয়-ব্যায়ের হিসাব রাখা ও সঞ্চয় করা, সময় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির চর্চা, জলা-জঙ্গল-প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের নানানস্তরে আইইডির কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়।

উপস্থাপনায় সমাজে নারী উদ্যোক্তা তৈরি, পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর সক্রিয়তা, নারীর নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কাজে নারী-পুরুষের সমঅংশগ্রহণ; সমতলের আদিবাসীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি ও সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসা, হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার (এইচআরডি) তৈরি; যুবদের আইসিটি দক্ষতা অর্জন, কুতথ্য প্রতিরোধ, খেলাধুলা-সাস্কৃতিক আয়োজনসহ পছন্দের কাজে উদ্বুদ্ধ করে সামাজিক সক্রিয়জন হিসেবে গড়ে তোলা; 'জনউদ্যোগ'-এর মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নানা ইস্যুতে নাগরিক সক্রিয়তা তৈরিতে আইইডি ভূমিকা রাখছে। এজন্য নারীদল, পুরুষদল, উদ্যোক্তাদল, কমিউনিটি ফোরাম, নারী ফোরাম, যুব ও সাংস্কৃতিক ফোরাম, কিশোরীদল, হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম এবং নাগরিক প্লাটফরম গড়ে তোলার বিষয়গুলোও সচিত্র তুলে ধরেন মো. হামিদুজ্জামান।

এছাড়া প্রবীণের অভিজ্ঞতা ও নবীনের শক্তি এই ধারণা নিয়ে যুবদের মেধার বিকাশে তথ্যবিনিময়, তথ্যভাণ্ডার তৈরি, পাঠাভ্যাস, সাংস্কৃতিক বিনিময়, গল্প-কবিতা-গান-আড্ডা, সামাজিক সক্রিয়জন হিসেবে তৈরিতে ঢাকায় গড়ে তোলা ফোক সেন্টারের বিষয়েও সাংবাদিকদের জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক ও কবি সোহরাব হাসান, শাকিলা পারভীন, সুবোধ এম বাস্কে, হরেন্দ্রনাথ সিং, আইপি ফেলো সুমন্ত বর্মণ ও আহমেদ শারজিন শরীফ।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণে সাফল্যের হার ৯০% বেশি

শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ সুযোগ ও অর্থের অভাবে হন্যে হয়ে কাজ খুঁজে বেড়ান। শিক্ষার অভাব আর বাড়তি কোনো দক্ষতা না থাকায় তারা আয়মূলক পেশাতেও নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন না। দেশের আটটি জেলায় কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া তরুণদের আয়ের পথ দেখিয়েছে ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)।

২৮ অক্টোবর ২০২৪ রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ফোক সেন্টারে আয়োজিত সভায় সংস্থার পক্ষ থেকে এ তথ্য তুলে ধরেন সংস্থার ঊর্ধ্বতন সমন্বয়কারী মো. হামিদুজ্জামান। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ বার্তার সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ উজ্জ্বল, সাভার জনউদ্যোগের আহ্বায়ক মাহবুব আলম, বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সাবেক সভাপতি অনন্ত ধামাই, আদিবাসী ছাত্রনেতা শান্ত সরেন, উন্নয়নকর্মী মাসুম হোসেন ও সাংবাদিকরা।

বিকল্প কর্মসংস্থানের ফলে এসব যুব ও যুব নারীদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। তাদের পরিবারে এসেছে সচ্ছলতা, বেড়েছে শিক্ষাগ্রহণের হার। মাসিক সর্বনিম্ন ছয় হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করছেন তারা। পাঁচটি জেলায় মোট ৯৬৭ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়েছে আইইডি। তাদের মধ্যে ২০৩ জন আদিবাসী। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী আদিবাসীরা জানান, দক্ষতা অর্জনের ফলে সমাজের মূলস্রোত নাগরিকদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব কমে এসেছে। পারস্পারিক সম্পর্ক আন্তরিক হওয়ার পাশাপাশি বেড়েছে সামাজিক-আর্থিক মর্যাদাও।

সরকারি-বেসরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তুলনায় স্থানীয় বাজারে ওয়ার্কশপ বা দোকান থেকে দক্ষতা প্রশিক্ষণের সাফল্য অনেক বেশি এবং স্থানীয় পরিবেশবান্ধব। প্রথাগত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে ৯০ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থীই অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগায় না বা ঝরে যায়। কিন্তু সংস্থার সরাসরি তত্ত্বাবধানে ওয়ার্কশপ বা দোকান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ জনগোষ্ঠীর ৯৫ শতাংশই সরাসরি নিজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আয় করছেন। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আরও বড় পরিসরে এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে আদিবাসীরা আর্থিক ও সামাজিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

বর্তমানে দেশের তিনটি জেলায় আদিবাসীদের নিয়ে আইইডির এই মডেল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

আগ্রহী তরুণদের খুঁজে বের করে আইইডি স্থানীয় বাজার এবং ওয়ার্কশপে ১০ মাসের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে যাতায়াত ও খাওয়া খরচ বাবদ দেওয়া হয় ৩০ হাজার টাকা।

তাদেরই একজন রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার প্রদীপ হাঁসদা। পারিবারিক অভাব-অনটনে অষ্টম শ্রেণিতেই থেমে যায় পড়াশোনা। বেকার প্রদীপ আইইডির কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের খবর পেয়ে অটোমোবাইল রিপেয়ারিং ট্রেডে আবেদন করেন। গোদাগাড়ীর রাজাবাড়ী এলাকার টিটো ওয়ার্কশপে ১০ মাসের ট্রেনিং শেষে সেখানেই কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

কিছুদিন পর বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে গোপালপুর মোড়ে নিজেই গড়ে তোলেন 'প্রদীপ মোটরসাইকেল সার্ভিসিং সেন্টার'। উদ্যমী প্রদীপ এখন মোটরসাইকেল মেরামতে এলাকায় পরিচিত নাম। মাসে তার আয় প্রায় ৪০ হাজার টাকা। নিজের বেকারত্ব ঘুচিয়ে বোধিনাথ সরেন ও বিশ্বজিৎ ওঁরাও নামে আরও দুইজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

এ বিষয়ে পরিবেশ বার্তার সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ উজ্জ্বলবলেন, এটি একটি সুন্দর পদ্ধতি। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে এটি ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। ে ছোট পরিসরে আইইডি কাজ করছে। কিন্তু এটিকে বড় আকারে ছড়িয়ে দেয়া উচিত। সরকারও এক্ষেত্রে অর্থায়ন করতে পারে।

মাহবুবুল আলম মনে করেন, এ ধরনের প্রকল্পে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও যুক্ত করা যেতে পারে। আগ্রহী ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হলে ফলাফলও ভালো হয়।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

জনউদ্যোগ খুলনার প্রজন্মের জয়গান উৎসবে বক্তারা
নতুন প্রজন্মই পারে জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকাকে সচল রাখতে

নতুন প্রজন্মই পারে জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকাকে সচল রাখতে। প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা। জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ যেন সমাজে অস্থিরতা আর অসহিষ্ণুতা তৈরি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিপথগামী যুবসমাজকে মাদক, সাইবার বুলিং ও কুতথ্যের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে হবে। সমাজে সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে জনউদ্যোগ-খুলনার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রজন্মের জয়গান উৎসব।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির মুক্তমঞ্চে ২৬ নভেম্বর ২০২৪ এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনউদ্যোগ-খুলনার আহ্বায়ক মানস রায়। সঞ্চালনা করেন জনউদ্যোগ যুব সেলের শাইমা আলী হোসেন ও চন্দন দাশ। বক্তব্য রাখেন বিনয় কুমার সিংহ, পোল্ট্রি ফিস ফিড শিল্প মালিক সমিতির মহাসচিব এস এম সোহরাব হোসেন, নারী উদ্যোক্তা আলমাস আরা, জনউদ্যোগ-খুলনার সদস্য সচিব মহেন্দ্রনাথ সেন, সমাজসেবক আইনুল হক, জনউদ্যোগ যুব সেলের জয় বৈদ্য, যুব সংগঠক সানজিদা ইসলাম মমি, নুসরাত জাহান মমি, মুহাহমিন, আজিম ইসলাম, শাইমা আনী হুসেইন, দুর্জয় হালদার, দীপ হালদার , দীপ বৈদ্য, জ্যোতি সাহা প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ দিতে হবে। যুবসমাজের দৃপ্ত পদচারণায় বিশ্ব এগিয়ে চলেছে এবং অনাগত দিনগুলোতেও তা অব্যাহত থাকবে। তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, অমিত তেজ ও সাহস, কর্মস্পৃহা ও কর্মক্ষমতা দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব, দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বয়সী তরুণ-তরুণীরা নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটকের মাধ্যমে দেশপ্রেম, যুব শক্তির বিকাশ এবং পারস্পরিক সহমর্মিতার বার্তা প্রদান করেন।

নাটোরে আদিবাসীদের নেতৃত্ববিকাশে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে নাটোরে তিন দিনের লিডারশিপ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)।

নিডা সোসাইটিতে ১৬-১৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলা প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রাজশাহী ও গাইবান্ধা জেলার আইইডি সংগঠিত আদিবাসী যুবদের হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম (এইচআরডি)-এর ৪০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

প্রশিক্ষণে ফ্যাসিলিটেটর ছিলেন পরিবেশ বার্তার সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ উজ্জল ও আইইডির সমন্বয়কারী তারিক হোসেন মিঠুল। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন রাজশাহী ফেলো আন্দ্রিয়াস বিশ্বাস ও গাইবান্ধার ফেলো মিলন তিগ্গ্যা। প্রশিক্ষণের বিরতিকালীন সময় ১৭ নভেম্বর বেলা ১১টায় ফ্যাসিলিটেটর, ফেলো ও প্রশিক্ষণার্থীরা নাটোর উত্তরা গণভবন এবং বিকেল ৪টায় রানি ভবাণী রাজবাড়ী পরিদর্শন করেন।

বনবিভাগের সহায়তায় যশোরে নারীদল সদস্যদের বৃক্ষরোপণ

শহরের 'শাপলা', 'বাঁচতে শেখা', 'নীলকণ্ঠ', 'রজনীগন্ধা' ও 'স্বপ্ন' নারীদলের ১০০ সদস্য এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে বাড়ির আঙিনায় বৃক্ষরোপণের জন্য দলীয় সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা জানতে পারে বৃক্ষরোপণে উৎসাহ দিতে সরকারের বনবিভাগ নাগরিকদের মাঝে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করে থাকে। নারীদল সদস্যরা যশোর বনবিভাগ অফিসে যোগাযোগ করে। বনবিভাগের গাছের চারা বিনামূল্যে পাওয়ার জন্য কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। নিয়ম জেনে তারা যুবফোরামের সহযোগিতা নিয়ে গাছের চারা পেতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করে। আবেদন অনুমোদিত হলে গত ৪ আগস্ট জেলা সামাজিক বনায়ন ও নার্সারি বিভাগ কমিউনিটি পর্যায়ের নারীসদস্যদের প্রতি সদস্যকে দুটি করে ২০০ ফলদ গাছের চারা প্রদান করে। চারা বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন বনবিভাগের কর্মকর্তা আকিব শাওন, যুবফোরামের সদস্যরা ও আইইডি যশোর কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক বীথিকা সরকার। নারীদল সদস্যরা নিজেদের বাড়ির আঙিনায় চারা রোপণ করেছে এবং নিয়মিত পরিচর্যা করছে।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

জনউদ্যোগের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় অবশেষে দখলমুক্ত হলো ময়মনসিংহের শেরপুকুর

জনউদ্যোগের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে ময়মনসিংহ নগরীর আমলাপাড়া এলাকায় শেরপুকুর দখলমুক্ত করেছে জেলা প্রশাসন। ৩ জুলাই ২০২৪ দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত হয় ২৫ শতক আয়তনের পুকুরটি।

দখলে হারিয়ে যাওয়া জলাধারটিকে পুনঃখনন করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে ৪ জুলাই আমলাপাড়ায় মানববন্ধন করে নাগরিক সংগঠন জনউদ্যোগ-ময়মনসিংহ। জানা যায়, মাছ চাষের জন্য ইজারা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে প্রশাসনের নাকের ডগায় বসেই অবৈধভাবে ভরাট করে ফেলেন ইজারাদার। প্রায় একযুগ ধরে ঐতিহ্যবাহী পুকুরটিকে দখলমুক্ত করে পুনঃখননের জন্য দাবি জানিয়ে আসছিল জনউদ্যোগ।

একাধিকবার পুকুরটি উদ্ধারে অভিযানে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত মামলা করে জেলা প্রশাসন। গত ২৭ জুন তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রী ময়মনসিংহে গেলে মতবিনিময় সভায় জনউদ্যোগের পক্ষ থেকে শহরের ২৫ দফা উন্নয়ন প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। দাবি অনুযায়ী পুকুরটি দখলমুক্ত হলে জনউদ্যোগ আয়োজিত মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। উদ্ধার করা পুকুরটি দ্রুত পুনঃখনন করে সর্বসাধারণের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার দাবি জানান বক্তারা।

ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচিতে জনউদ্যোগ ময়মনসিংহ কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নু, যুগ্ম-আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আব্দুল মোত্তালেব লাল, শিব্বির আহাম্মেদ লিটন, খন্দকার সুলতান আহমেদ, মো. জিয়াউর রহমান, অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান ফয়সাল, আইইডি ময়মনসিংহ কর্মএলাকার বিভিন্ন নারীদলের সদস্যসহ আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক নূর নাহার বেগম ও অন্যান্য জনউদ্যোগ সদস্য, সদস্যসচিব মো. শাখাওয়াত হোসেনসহ আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরাও অংশ নেন। ময়মনসিংহে কর্মরত বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের কর্মীরাও কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফেনীর প্রত্যন্ত গ্রামে আইইডির মানবিক সহায়তা

আগস্ট ২০২৪ সময়কালে প্রবল বৃষ্টি ও ঢলে বিভিন্ন নদ-নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে ফেনীসহ বেশ কয়েকটি জেলা প্লাবিত হয়। ভয়াবহ এই বন্যায় ফসল, বাড়িঘর, গবাদি পশু, রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল স্থাপনা ও জনজীবন ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন। নারী-শিশুসহ অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পানির এমন আগ্রাসী রূপ এর আগে দেখেননি ফেনীর বয়োজ্যেষ্ঠরাও। এবারের বন্যা এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষের কাছেই এক ভয়াল অভিজ্ঞতা। সদর থেকে প্রত্যন্ত এলাকা, জেলার সর্বত্রই বানের পানিতে বিপর্যস্ত। জেলার সর্বত্র চরম মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়।

এই অবস্থায় ফুলগাজীর বৈরাগপুরে ক্ষতিগ্রস্তদের বন্যার্তদের ৮০টি পরিবারকে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছে ইনস্টিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ 'ফ্ল্যাড রেসপন্স টিম'-এর তরুণ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় এই সহায়তা প্রদান করা হয়।

প্রিপ প্রকল্পের কুইক রেসপন্স কর্মসূচির আওতায় ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার বৈরাগপুর এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩০টি পরিবার ও আইইডির কর্মীদের একদিনের বেতন সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে আরও ৫০ টি পরিবারসহ মোট ৮০টি পরিবারের মধ্যে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সহায়তা বিতরণ করা হয়।

সহায়তা হিসেবে প্রতি প্যাকেটে ছিল-

চাল-৫ কেজি, ডাল-১ কেজি, আলু-১ কেজি, পেঁয়াজ-১ কেজি, লবণ-১ কেজি, তেল-১ লিটার, সাবান-১টি, স্যানিটারি ন্যাপকিন ১ প্যাকেট ও খাবার স্যালাইন ৫টি। এছাড়াও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ 'ফ্ল্যাড রেসপন্স টিম'-এর তরুণরা প্রতিটি পরিবারের জন্য ২০টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট দেয়।

সংগঠনটির মুখপাত্র মোহাইমিনুল ইসলাম জিপাত বলেন, আইইডির সৌজন্যে প্রাপ্ত সহায়তা প্রত্যন্ত বৈরাগপুরের ৮০টি পরিবারকে পৌঁছে দিতে পেরে ভালো লাগছে। মানবিক বিপর্যয়ে তাদের এ ধরনের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই।

বৈরাগপুর গ্রামের বাসিন্দা রুবেল হোসেন বলেন, বন্যার কারণে আমরা প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলাম। এখানে পর্যাপ্ত কোনো সহায়তা আসেনি। আইইডিকে ধন্যবাদ যে আপনারা সঠিক এলাকা চিহ্নিত করে তালিকার মাধ্যমে তা সবার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন। স্থানীয় মসজিদের ইমাম অলি আহমদ বলেন, জেলা শহর থেকে আমাদের এলাকার দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। প্রত্যন্ত এই অঞ্চলের মানুষ অপেক্ষাকৃত কম সহায়তা পেয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য আইইডিকে ধন্যবাদ জানাই।

বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন

বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছে সুনামগঞ্জ জনউদ্যোগ। ৯ জুলাই ২০২৪ শহরের আলফাত স্কয়ারে (ট্রাফিক পয়েন্ট) এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মৌসুমের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতে দুইদফায় বন্যার মুখোমুখী হতে হয়েছে সুনামগঞ্জবাসীকে। নদীগুলো ভরাট হয়ে যাওয়া, প্রতি বছর হাওড়ে অপরিকল্পিত ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও শহরের খাল ভরাট হয়ে যাওয়া বন্যার মূল কারণ। বন্যা চলে গেলেও হাওড় তীরবর্তী গ্রামগুলোর সড়কে পানি থেকে যায়। নদীতে পানি কমলেও হাওড়ে না কমায় জলাবদ্ধতার শিকার হয় গ্রামের মানুষ। বছর বছর বন্যার ক্ষতি ও জলাবদ্ধতার কবল থেকে মুক্তি চায় সুনামগঞ্জবাসী।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

আলঝেইমার্স দিবস ফোক সেন্টারে আলোচনাসভা

অস্বাভাবিক হারে প্রায় সবকিছুই ভুলে যাওয়ার রোগকে বলা হয় 'আলঝেইমার্স'। সহজ করে বলতে গেলে এক ধরনের ডিমেনশিয়া হ"ছ এই আলঝেইমার্স রোগ। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বেই আলঝেইমার্স রোগের ভয়াবহতা বাড়ছে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অনেক কিছু ভুলে যায়। এটি একটি নিউরোডিজেনেরেটিভ রোগ যা ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং পরে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ৬০ থেকে ৭০% ক্ষেত্রেই এটা ডিমেনশিয়ার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর ২১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব আলঝেইমার্স দিবস পালন করা হয়। দিবসটি দেশে এখনো ব্যাপকতা না পেলেও আইইডি, জনউদ্যোগসহ কোনো কোনো সামাজিক সংগঠন গত কয়েক বছর ধরে গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে আসছে। এ উপলক্ষে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ফোক সেন্টারে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এক সচেতনতা সভার আয়োজন করা হয়। সভার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে এই রোগের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো।

বিশ্ব স্বাস্"্য সংস্"ার তথ্যমতে, বাংলাদেশে ৬৫ বছরের বেশি বয়সী ০.১% মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। ওয়ার্ল্ড আলঝেইমার্স অ্যাসোসিয়েশন বলছে, বিশ্বে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ আলঝেইমার্সে আক্রান্ত। ২০৫০ সাল নাগাদ এটি ১৫ কোটি ছাড়াবে। এছাড়া প্রতি সেকেন্ডে নতুন করে ৬৮ জন এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সী প্রতি ৯ জনে এক জন করে এই রোগে আক্রান্ত হ"ছন। এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়ে শোনান প্রবীণ বিশেষজ্ঞ হাসান আলী। প্রবন্ধে আলঝাইমার্স আক্রান্তদের পাশে ধৈর্য্য সহকারে থাকার অনুরোধ জানান। প্রবন্ধে বলা হয়, বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত। লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের শরণাপন্ন নেওয়া জরুরি। ভুলে যাওয়া বা স্মৃতিভ্রষ্টের রোগটিকে বলে ডিমেনশিয়া। আর ডিমেনশিয়াই আলঝেইমারের কারণ। বক্তারা পারিবারিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, আমাদের দেশে ডিমেনশিয়া সচেতনতা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব প্রায়ই উপেক্ষা করেন ও ভুলক্রমে এটাকে বার্ধক্যজনিত অথবা বয়োবৃদ্ধির একটি স্বাভাবিক অংশ হিসেবে উল্লেখ করতে চান। ডিমেনশিয়া আক্রান্তরা পাগল বা মানসিক রোগী নয়। ডিমেনশিয়া বয়োবৃদ্ধির স্বাভাবিক কোনো অংশ নয়, ডিমেনশিয়া মস্তিষ্কের অসুখ।বক্তারা বলেন, এ রোগ থেকে রক্ষা পেতে মানুষের মস্তিষ্ক সুস্" ও কার্যকর রাখার জন্য স্নায়ুর ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস ঠিক রাখা দরকার। নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে এ রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা দরকার। তাছাড়াও বেশ কিছু খাবার আছে যা স্মরণশক্তি ঠিক রাখতে ও বাড়াতে সাহায্য করে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, নাগরিকের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে। শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি খাতে জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সর্বোচ্চ উদ্যোগ নিতে হবে। নির্বাচন কমিশন, পররাষ্ট্রনীতিকে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই। শিশুশ্রম, ভিক্ষাবৃত্তির মতো হৃদয়স্পর্শী বিষয়গুলো থেকে বাংলাদেশকে বের করে আনতে হবে। নবগঠিত এই সরকারের প্রতি নাগরিকদের আস্থা, বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে পারলে সাফল্য আসবেই।

জনউদ্যোগ-খুলনার উদ্যোগে ২৪ আগস্ট ২০২৪ 'বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি ও নাগরিক প্রত্যাশা' শীর্ষক আলোচনাসভায় এসব কথা বলেন বক্তারা। এতে সভাপতিত্ব করেন নাগরিক নেতা অ্যাডভোকেট আফম মহসিন। সভায় ধারণাপত্র পাঠ করেন জনউদ্যোগের সদস্যসচিব সাংবাদিক মহেন্দ্রনাথ সেন। সূচনা বক্তব্য রাখেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কুয়েট শাখার কর্মী মো. তানিম হাসান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট শামীমা সুলতানা শীলু, নারী নেত্রী সুতপা বেদজ্ঞ, শিক্ষক নেতা মানস রায়, শেখ মফিদুল ইসলাম, সমাজকর্মী মাসুদ মাহমুদ, অ্যাডভোকেট মামুনর রশীদ, প্রাণীপ্রেমী এসএম সোহরাব হোসেন, সরদার আবু তাহের, নূরুননাহার হীরা, বিধান চন্দ্র রায়, বাহালুর আলম, উম্মে উমামা রাত্রী, সাগর সরকার, দুর্জয় হালদার, দীপ কুমার বৈদ্য, ধরিত্রী সরকার, পিয়া দেবনাথ, সাগর পোদ্দার প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমান তরুণ প্রজন্ম ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে নির্বাচনে অবাধ কারচুপি, রাজনৈতিক দলগুলোর পেশিশক্তির ব্যবহার, বিরোধী দল ও মত দমনে হয়রানিমূলক মামলা, গুম, খুন, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ইত্যাদি। এজন্য এ প্রজন্মের একটি বড় অংশ রাজনীতিবিমুখ হয়ে 'আই হেইট পলিটিক্স' সংস্কৃতির মধ্যে বড় হচ্ছিল। এজন্য তরুণদের সংগ্রামকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের গতানুগতিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের মতো বড় উদ্যোগ নতুন সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

সম্প্রীতি জোরদারে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

এলাকায় শান্তি-সম্প্রীতি জোরদার ও যুবদের মাদক থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে যশোরের বারান্দীপাড়া মেঠোপুকুর পাড় এলাকায় আইইডির কমিউনিটি ফোরাম ও স্থানীয়দের যুবদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ যশোর সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দুই দলে সাতজন করে খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। খেলা ৩-৩ গোলে ড্র হয় এবং টাইব্রেকারের মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হয়।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

যুবগ্রুপ সদস্যদের আইসিটি দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আমরা নতুন সমাজ বাস্তবতায় প্রবেশ করেছি। প্রতিনিয়ত সমাজের পরিবর্তন হয়েছে ও প্রতিনিয়ত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে অনেক নতুনের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে, নতুন সংস্কৃতি নির্মাণ হচ্ছে। ডিজিটাল সমাজে প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের ব্যবহার বহুগুণ বেড়েছে। বেড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, তৈরি হয়েছে নানামাত্রিক যোগাযোগ। এই সামাজিক পরিস্থিতিকে নাগরিক হিসেবে কার্যকরভাবে যুক্ত হয়ে গ্রহণীয় ও যুগোপযোগী করে তুলতে দরকার আমাদের মনোগঠনের পরিবর্তন আর নানামাত্রিক প্রস্তুতি।

তাই তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরে দরকার মানসিকতার পরিবর্তন ও সক্ষমতা। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষিত হচ্ছে এ যাবত অর্জিত জ্ঞান ও তথ্যের ভাণ্ডার। বিপুল এই ভাণ্ডারে পাওয়া সব তথ্য সবসময় সঠিক হয় না। অজস্র তথ্যের মধ্যে থেকে সত্য ও মিথ্যা তথ্য বাছাই করা সাধারণের জন্য কঠিন। তাই নতুন সমাজ বাস্তবতায় আইইডি কর্মএলাকার বিভিন্ন জেলায় যুবদের মাঝে আইসিটি দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে যুবদের মধ্যে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে রূপান্তরের সংগঠক হিসেবে নিজের মনোগঠন তৈরি ও সক্ষমতা-দক্ষতা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে।

গাইবান্ধা

গাইবান্ধা-জনউদ্যোগের আয়োজনে অবলম্বন মিলনায়তনে ২১-২২ আগস্ট ২০২৪ বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে যুব গ্রুপ সদস্যদের মনোগঠন তৈরি ও আইসিটি দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন জনউদ্যোগ, গাইবান্ধার সদস্য অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম বাবু। প্রশিক্ষণে তিনজন সাঁওতাল, চারজন রবিদাসসহ মোট ২০ জন যুব নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন আইইডির সমন্বয়কারী তারিক হোসেন।

শেরপুর

বিভিন্ন অ্যাপস ও ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সেবাপ্রাপ্তি এবং পরিবার ও সমাজে দায়িত্ব পালনে যুবদের জন্য জনউদ্যোগ-শেরপুরের উদ্যোগে ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শহরের তিনানীবাজার ডায়নামিক আইটি ইনস্টিটিউটে দুইদিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে জনউদ্যোগ যুব ফোরামের ২০ জন যুব ও যুব নারী অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে সহায়ক ছিলেন আইইডি'র সহযোগী সমন্বয়কারী সুবোধ এম বাস্কে, সহকারী সমন্বয়কারী আহমেদ শারজিন শরীফ, ওয়েব ডিজাইনার মিনহাজ উদ্দিন এবং আইটি উদ্যোক্তা মো. আব্দুস সাত্তার রনি। প্রশিক্ষণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ইতিবাচক ব্যবহার, বিষয়, ভাষা, সার্চ ইঞ্জিনের ব্যবহার, অ্যাপস ডাউনলোড ও ব্যবহার, অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের সেবাপ্রাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়। এছাড়া ছবি-ভিডিও এডিটিং, অনলাইন কনটেন্ট তৈরি ও আপলোড করা, আইসিটি ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং, ফ্রি-ল্যান্সিং, ওয়েব পেইজ তৈরি, অনলাইনে গুজব-কুতথ্য যাচাই, চিহ্নিত করা, তা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। সাংবাদিক হাকিম বাবুল-এর সঞ্চালনায় প্রশিক্ষণে আলোচনা করেন জনউদ্যোগ সংগঠক সোলায়মান আহমেদ, শিক্ষক-সংস্কৃতিকর্মী এস.এম. আবু হান্নান ও যুবসংগঠক শুভংকর সাহা।

খুলনা

জনউদ্যোগ-এর আয়োজনে খুলনা আর্ট স্কুলে ২১-২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দুই দিনব্যাপী আইসিটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে এই প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন জনউদ্যোগ-খুলনার আহ্বায়ক বিশিষ্ট শিক্ষক মানস রায়। প্রশিক্ষণে সহায়ক ছিলেন আইইডির উর্দ্ধতন সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ও সহকারী সমন্বয়কারী আহমেদ শারজিন শরীফ।

সুনামগঞ্জ

বিভিন্ন অ্যাপস ও ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সেবাপ্রাপ্তি এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে সুনামগঞ্জে তরুণ-তরুণীদের জন্য ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দু'দিনব্যাপী আইসিটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শুরু হয়। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম জনউদ্যোগ-সুনামগঞ্জ-এর আয়োজনে এ প্রশিক্ষণে ২০ জন তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন আইইডির সমন্বয়কারী তারিক হোসেন।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

সম্প্রীতি রক্ষায় যশোরে জনউদ্যোগের সমাবেশ

আগস্ট মাসে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের বিভিন্ন এলাকার মতো যশোর শহরেও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে হামলা হয়। শহরের বকুলতলায় অবস্থিত গরীব শাহের মাজারে ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। মাজারটিতে মূলত বাউলকেন্দ্রিক গানবাজনা পরিবেশিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে শহরের সম্প্রীতি রক্ষায় কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জনউদ্যোগ যশোর।

মাজার ভাঙচুরের প্রতিবাদে যশোর বাউল সম্প্রদায়ের আয়োজন এবং জনউদ্যোগের সহযোগিতায় ১৬ আগস্ট ২০২৪ শহরের বকুলতলায় 'এসো জীবনের গান গাই, এসো সাম্যের গান গাই' স্লোগানে শান্তি-সম্প্রীতি সমাবেশ, মানববন্ধন ও বাউলগানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাজার কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর মান্নু।

জনউদ্যোগ যশোরের আহ্বায়ক প্রকৌশলী নাজির আহমদের সভাপতিত্বে সম্প্রীতি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা রুকুনউদ্দৌল্লাহ, সিপিবি জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট আবুল হোসেন, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান বুলু, শ্রমিক নেতা মাহবুবুর রহমান মজনু, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জেলার প্রধান সমন্বয়ক রাশেদ খান প্রমুখ।

বক্তারা শহরবাসীর প্রতি সম্প্রীতি রক্ষায় আহ্বান এবং গরীব শাহ মাজার ভাঙচুরে জড়িতদের চিহ্নিত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

শেরপুরে উচ্ছেদ-নিপীড়নের শিকার হিজড়াদের পাশে জনউদ্যোগ

শেরপুর সদরের আন্ধারিয়া-সুতিরপাড় এলাকায় তৃতীয়লিঙ্গের জন্য নির্মিত সরকারি আবাসনপল্লীতে বসবাসরত হিজড়াদের ওপর হামলা করে দুর্বৃত্তরা। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাতে মারধরের পর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে হিজড়াদের জন্য নির্মিত আবাসন থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়। প্রাণভয়ে হিজড়ারা রাতের আঁধারে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বারান্দায় আশ্রয় নেয়। জনউদ্যোগ-শেরপুর ও শেরপুর জেলা হিজড়া কল্যাণ সংস্থার নেতারা বিষয়টি নিয়ে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ ও স্থানীয় সেনাক্যাম্পের ইনচার্জের সঙ্গে কথা বলেন। ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক হিজড়াপল্লীতে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করার পরামর্শ দেন। এ বিষয়ে সব ধরনের আইনি সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানান। হিজড়া নেত্রী নিশি সরকার বাদী হয়ে অর্ধশতাধিক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা করেন।

ওইদিন বিকেলেই পুলিশ ও সেনাবাহিনী হিজড়াদের আবাসন পল্লীতে দিয়ে আসেন। রাতেই দুর্বৃত্তরা ফের হিজড়াদের ওপর আক্রমণ করে ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ফলে রাতেই হিজড়ারা আবাসন পল্লীর বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ৮ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত জনউদ্যোগ শেরপুর কমিটির নেতারা শেরপুর জেলা হিজড়া কল্যাণ সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে মানববন্ধন করে। মানববন্ধন শেষে আবাসনে হিজড়াদের পুনর্বাসন ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জনউদ্যোগ সদস্যরা ছাড়াও সচেতন সমাজের প্রতিনিধিরা মানববন্ধনে উপস্থিত থেকে একাত্মতা পোষণ করেছেন। ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মো. মনিরুল হাসান হিজড়াদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

সুনামগঞ্জে হাওড় সুরক্ষা ও পরিবেশবান্ধব পর্যটনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

গত কয়েক বছর ধরে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে টাঙ্গুয়ার হাওড়কে ঘিরে বিকশিত হচ্ছে পর্যটন। শতাধিক বিলাসী হাউসবোট, নৌকা ও মানুষের জীবন এই খাতে জড়িয়ে। তবে উদ্বেগের বিষয় হলো, হাওড়ে চলাচলরত পর্যটকবাহী নৌকা কোনো নীতিমালা মানছে না। ফলে ক্ষতির মুখে হাওড় ও পর্যটন খাত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে 'পর্যটক বাহী নৌযান/ হাউসবোট ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০২৩' প্রণয়ন করা হলেও তা কার্যকর হয়নি।

২৯ অক্টোবর ২০২৪ বেলা ১১টায় শহরের জনউদ্যোগের আয়োজনে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পাবলিক লাইব্রেরির মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এভাবেই টাঙ্গুয়ার হাওড়কে ঘিরে উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন বক্তারা।

সংবাদ সম্মেলনে তাহিরপুরের প্রাণ-প্রকৃতি বাঁচিয়ে পরিবেশবান্ধবন পর্যটনের জন্য হাওড়ে প্রবেশ, চলাচলের পথ নির্ধারণ, অবাধে ইঞ্জিনচালিত যান চলাচল বন্ধ করা, সংরক্ষিত জায়গায় ইঞ্জিনবিহীন নৌকার চলাচল নিশ্চিত করা, পলিথিন-প্লাস্টিক ফেলা রোধে জনসচেতনামূলক লিফলেট বিতরণ, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাইনবোর্ড লাগানোর ব্যবস্থা করা, প্রতিটি নৌযানে বর্জ্য-মল রাখার ব্যবস্থা ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে নির্গমন নিশ্চিত করা, টেকেরঘাট অথবা সুবিধামতো স্থানে বর্জ্য ফেলার জায়গা নির্ধারণ ও ধ্বংস বা রিসাইক্লিংয়ের ব্যবস্থা করা, হাওড়ে বোতল-পলিথিন-প্লাস্টিক ফেললে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং বনায়নের জন্য হিজল-করচ ও উপযোগী গাছ রোপণের দাবি জানানো হয়।

এছাড়াও প্রশাসনের 'পর্যটকবাহী নৌযান/ হাউসবোট ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০২৩' বাস্তবায়নের দাবি জানান বক্তারা।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

ময়মনসিংহের পাইকারি বাজারগুলোতে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে দক্ষতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। আবার অর্জিত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য পেতে বাজারে প্রবেশ করাও জরুরি। বাজারে নারীর নিরাপত্তা, পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ, বাজার সম্পর্কিত তথ্য এবং সহযোগিতা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে আইইডি।

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংস্থার ময়মনসিংহ কেন্দ্রের সভাকক্ষে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে বাজার কমিটির সঙ্গে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ আল ইমরান, চকবাজার বাজার কমিটির সভাপতি মো. মুশফিকুর চৌধুরী, বাসাবাড়ি মার্কেট কমিটির সহসভাপতি মো. দিদার আলম ও সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল কাদের, হকার্স মার্কেটের প্রতিনিধি জ্ঞান চন্দ্র পাল, তেরীবাজার বাজার কমিটির প্রতিনিধি পঙ্কজ সাহা এবং বিভিন্ন নারী দলের কোর লিডাররা। শুরুতে আইইডি এবং সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক নূর নাহার বেগম। গোহাইলকান্দি খালপাড় এলাকার নারী উদ্যোক্তা দলের সদস্য শিরিন আক্তার বিউটি বলেন, ব্যবসার প্রয়োজনে মার্কেট থেকে আমাদের বিভিন্ন পণ্য কেনাকাটা করতে হয়। পাইকারি দামে ভালো মানের পণ্য কেনার ব্যাপারে বড় ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা চাই। হকার্স মার্কেটের প্রতিনিধি জ্ঞান চন্দ্র পাল তার মার্কেটে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহসহ যেকোনো প্রয়োজনে নারী উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। চকবাজার কমিটির সভাপতি মো. মুশফিকুর চৌধুরী বলেন, অন্যান্য মার্কেটের তুলনায় চকবাজারে অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্য পাওয়া যায়। এসব পণ্য কিনে কেউ ব্যবসা শুরু করতে চাইলে আমি সহযোগিতা করব। বাসাবাড়ি মার্কেট কমিটির সহসভাপতি মো. দিদার আলম বলেন, বাসাবাড়িতে মেয়েদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র বেশি পাওয়া যায়। এখানকার বেশিরভাগ গ্রাহকও নারী। তাই নারীদের স্বাচ্ছন্দ্যে কেনাবেচার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য আমরা প্রস্তুত। মার্কেট কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল কাদের বলেন, বাসাবাড়ি মার্কেটে পণ্যের দাম তুলনামূলক কম। নারীরা এখান থেকে পণ্য কিনে ব্যবসায় লাভবান হতে পারবে। তাছাড়া মার্কেটে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকায় কোনো পণ্য হারিয়ে গেলে তা খুঁজে পেতে আমরা সহযোগিতা করতে পারব।

আরেক নারী উদ্যোক্তা রিতা বেগম বলেন, আমরা ব্যবসার প্রয়োজনে একসাথে অনেক কাপড় কিনি। কিন্তু কখনো কখনো কিছু কাপড় অবিক্রিত থেকে যায়। সেগুলো পাল্টে আবার নতুন কাপড় আনার সুযোগ পেলে আমাদের সুবিধা হয়। তেরীবাজার কমিটির প্রতিনিধি পঙ্কজ সাহা বলেন, তেরীবাজার মূলত পাইকারি বাজার। এখান থেকে অনেকেই ব্যবসার পণ্য কিনে নিয়ে যায়। তাই আপনারা কেউ যদি ব্যবসা করতে চান তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। এরপর মুক্ত আলোচনায় সদস্যরা নিজ নিজ ব্যবসা সম্পর্কে বলেন এবং মার্কেট কমিটির লোকদের কাছে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করেন। সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ আল ইমরান বলেন, আইইডির সার্বিক এবং নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে উদ্যোগের কথা শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে। আশা করি আপনারা এভাবেই সবাই মিলেমিশে কাজ করে যাবেন। পাশাপাশি অন্যান্য নারীদের উন্নতিতেও ভূমিকা রাখবেন এই প্রত্যাশা করি। কেন্দ্রের উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. শাখাওয়াত হোসেন বলেন, নারীরা আগে শুধু ঘরের কাজ করতেন। এখন তারা বাইরে আসছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করছেন এবং উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। আইইডি আপনাদের যেসব সুযোগ দিচ্ছে তা কাজে লাগাতে হবে।

নারীর কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ব্লক ও বাটিক বিষয়ক দক্ষতা প্রশিক্ষণ

আইইডি সংশ্লিষ্ট দল সদস্যের চাহিদার ভিত্তিতে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে অক্টোবরে আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কক্ষে পাঁচ দিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (ব্লক ও বাটিক) অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন প্রোগ্রাম অর্গানাইজার (মার্কেট এন্টারপ্রাইজ) সুবর্ণা দাস। সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন নারী উদ্যোক্তা নুসরাত জাহান রূপা।

অক্টোবরের ৬-৯ ও ১৫ তারিখ পর্যন্ত চলা প্রশিক্ষণে শহরের বাঁশবাড়ি, গোহাইলকান্দি মীরবাড়ি, গোহাইলকান্দি খালপাড়, র‍্যালীরমোড়, আবাসন, চরপাড়া এবং পুরোহিতপাড়া এলাকার মোট ২০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে তিন দিন ব্লক এবং দুই দিন বাটিকের কাজ শেখানো হয়। প্রশিক্ষণার্থী রুমা আক্তার বলেন, "প্রশিক্ষণটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমার কাজ শিখে খুব ভালো লেগেছে। আমি অবশ্যই কাজ করব এবং নিজের পায়ে দাঁড়াব।" শোভা বলেন, "আমি প্রশিক্ষণে যতটুকু শিখেছি তা বাসায় আরও চর্চা করব। তারপর কাজ শুরু করব। তবে প্রশিক্ষণের মেয়াদ আরও কয়েকদিন বেশি হলে আমরা আরও অনুশীলন করতে পারতাম।"

প্রশিক্ষণ সহায়ক নুসরাত জাহান রূপা বলেন, "অংশগ্রহণকারীরা যথেষ্ট মনোযোগী ছিল এবং তারা সময়মতো এসেছে। বাড়িতে অনুশীলন করলে তারা অনেক উন্নতি করবে।" প্রশিক্ষণার্থীরা পরবর্তীতে ব্লক-বাটিকের কাজে সমস্যার সম্মুখীন হলে সহায়তার আশ্বাস দেন তিনি। কেন্দ্রের উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. শাখাওয়াত হোসেন বলেন, "আপনাদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই আমরা প্রশিক্ষণের বিষয় নির্বাচন করেছি। আমরা চাই এ প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে আপনারা উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত হবেন এবং স্বাবলম্বী হবেন, তবে তার জন্য আপনাদের আগে অনুশীলন করে দক্ষতা বাড়াতে হবে।" কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক নূর নাহার বেগম বলেন, "পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ তখনই স্বার্থক হবে যখন আপনারা এটিকে কাজে লাগাবেন, বাস্তবায়ন করবেন। আশা করি এই প্রশিক্ষণ আপনাদের আয়ের পথকে মসৃণ করবে।"

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

গাইবান্ধায় সাঁওতাল হত্যা ও ভূমিদস্যুদের বিচার দাবি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে তিন সাঁওতাল হত্যার বিচার ও ভূমিদস্যুদের কবল থেকে পূর্বপুরুষের জমিরক্ষার দাবি জানিয়েছে সাঁওতাল-বাঙালিরা। 'আদিবাসীদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামিল হই' প্রতিপাদ্যে ১০ আগস্ট ২০২৪ গাইবান্ধায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের কর্মসূচি থেকে এসব দাবি জানান নেতারা। এদিন সকালে গাইবান্ধা নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (গানাসাস) সামনে প্রতিবাদী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর একটি শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে সাঁওতাল নারী-পুরুষ তাদের অধিকার ও দাবি সম্বলিত ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও তীর-ধনুকসহ অংশগ্রহণ করেন। শুরুতেই ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

যৌথভাবে প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করে আদিবাসী-বাঙালি সংহতি পরিষদ, সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, গাইবান্ধা সামাজিক সংগ্রাম পরিষদ, এএলআরডি ও জনউদ্যোগ-গাইবান্ধা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাঁওতাল হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের আটবছর পেরিয়ে গেছে। এমন একটি বীভৎস, অমানবিক ঘটনার বিচার আজও শুরু হয়নি। সাঁওতাল হত্যার আসামি সাবেক এমপি আবুল কালাম আজাদ ও উপজেলা চেয়ারম্যান শাকিল আকন্দ বুলবুলসহ সব আসামিকে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয় সমাবেশ থেকে। বক্তারা অভিযোগ করেন, সাঁওতাল হত্যা মামলার আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও কেউ তাদের গ্রেপ্তার করেনি। উপরন্তু মাদক ব্যবসায়ী ও ভূমিদস্যু স্বপন শেখ ও আতাউর রহমান সাবুর নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা নতুন করে সাঁওতালদের মারধর, ভয়ভীতি প্রদর্শন, বাড়িঘর ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টর ভাঙচুর এবং জমি দখল করে নিয়েছে। এ নিয়ে সাঁওতালদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম-ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ডা. ফিলিমন বাস্কের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহামুদুন্নবী টিটুল, পরিবেশ আন্দোলন গাইবান্ধার সভাপতি ওয়াজিউর রহমান রাফেল, আদিবাসী-বাঙালি সংহতি পরিষদের আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম বাবু, সামাজিক সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক জাহাঙ্গীর কবির তনু, জনউদ্যোগের সদস্যসচিব প্রবীর চক্রবর্তী, আদিবাসী নেত্রী প্রিসিলা মুরমু, মানবাধিকার কর্মী গোলাম রব্বানী মুসা, মুনির হোসেন সুইট, আদিবাসী নেতা সুফল হেমব্রম, থমাস হেমব্রম, সুচিত্রা মুরমু তৃষ্ণা, বাংলাদেশ রবিদাস ফোরামের সাবেক সভাপতি সুনীল রবিদাস, কুশালাশীষ চক্রবর্তী সাগর, ফারুক কবীর প্রমুখ।

'আদিবাসী' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও ভূমি কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, সারাদেশে সাঁওতালসহ আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানবাধিকার ও জীবনমানের দিক দিয়ে আজও নানাভাবে বঞ্চিত। সে কারণেই তারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কাছে অবহেলিত ও পিছিয়ে আছে।

বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন

বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছে সুনামগঞ্জ জনউদ্যোগ। ৯ জুলাই ২০২৪ শহরের আলফাত স্কয়ারে (ট্রাফিক পয়েন্ট) এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মৌসুমের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতে দুইদফায় বন্যার মুখোমুখী হতে হয়েছে সুনামগঞ্জবাসীকে। নদীগুলো ভরাট হয়ে যাওয়া, প্রতি বছর হাওড়ে অপরিকল্পিত ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও শহরের খাল ভরাট হয়ে যাওয়া বন্যার মূল কারণ। বন্যার পানি নেমে গেলেও হাওড় তীরবর্তী গ্রামগুলোর সড়কে পানি থেকে যায়। নদীর পানি কমলেও হাওরের পানি না কমায় জলাবদ্ধতার শিকার হয় গ্রামের মানুষ। বছর বছর বন্যার ক্ষতি ও জলাবদ্ধতার কবল থেকে মুক্তি চায় সুনামগঞ্জবাসী।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সচেতনতা সভা
প্রান্তিক-আদিবাসী-দলিত কিশোরীদের পুষ্টি সরবরাহে নজর দেয়া জরুরি

নারীর জীবনে কিশোরীকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শৈশবকাল থেকে পরিপূর্ণ নারী হয়ে ওঠার মধ্যবর্তী সময়কাল (১০ থেকে ১৭ বছরের মধ্যবর্তী সময়) হলো কিশোরী বা বয়ঃসন্ধিকাল। এই সময়ে মেয়েদের শরীরে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ বেশকিছু পরিবর্তন সাধিত হয়।

১৭ জুলাই ২০২৪ গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার তল্লাপাড়া মিশনে জনউদ্যোগ আয়োজিত সাঁওতাল কিশোরীদের আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণের সমাপণী ও বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সচেতনতা সভায় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এতে অংশ নেয় স্থানীয় আদিবাসী কিশোরীরা। সভাপতিত্ব করেন আদিবাসী নেত্রী সঙ্গীতা বাস্কে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনউদ্যোগের সদস্যসচিব প্রবীর চক্রবর্তী। আরও বক্তব্য রাখেন পরিবেশ আন্দোলন গাইবান্ধার সভাপতি ওয়াজিউর রহমান রাফেল, নারীনেত্রী ও শিক্ষক অঞ্জলী রাণী দেবী, মিতা হাসান, একেএম মাহবুবুল আলম মুকুল, কিশোরীদের মধ্যে নিশা সরেন, তানিয়া হেমব্রম, সাবিত্রী টপ্য প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের উচ্চতা বাড়ে, শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিবর্তন আসে ও প্রজননতন্ত্র পরিপক্ব হতে থাকে। এই সময়ে শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানসিকতারও যথেষ্ট পরিবর্তন হয় আর আত্মপরিচয় গড়ে উঠতে শুরু করে। হরমোনের প্রভাবে আবেগের প্রাবল্য দেখা দেয়।

তারা বলেন, বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টির চাহিদা শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এজন্য সুষম খাবার প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। আমাদের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, দলিতরা দারিদ্র্যসীমায় অবস্থান করছে। এসব জনগোষ্ঠীর কিশোরীরা যাতে চাহিদামাফিক পুষ্টি পায় সেক্ষেত্রে সরকার ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিশেষে বক্তারা বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক-মানসিক পরিবর্তনগুলো আসার আগে থেকেই কিশোরী ও অভিভাবক উভয়েই যাতে সচেতন হন সে ব্যাপারে জোর দেন। পুষ্টির চাহিদাপূরণ, স্বাস্থ্যসম্মত ন্যাপকিনের ব্যবহার, প্রজননন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নাগরিকরাই পারে কিশোরীবান্ধব সমাজ তৈরি করতে। সভায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সবাইকে একত্রে কাজ করার বিষয়েও জোর দেওয়া হয় ।

যশোরে গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন

'নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর কর!' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে আইইডি যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৬ অক্টোবর ২০২৪ সদর উপজেলার পাগলাদহে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন নারী দলসদস্যরা।

দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল খেলাধুলা ও আলোচনাসভা। অংশগ্রহণকারীরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে চেয়ার সিটিং, কপালটুকা ও হাডুডু খেলায় অংশগ্রহণ করেন। খেলাধুলা শেষে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিথি ছিলেন জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা মুনা আফরিণ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জেলা আইন বিষয়ক সম্পাদক ও জনউদ্যোগ সদস্য নারী নেত্রী অ্যাডভোকেট কামরুন নাহার কণা। সভায় 'সমকাল' দলের সদস্য রুপা খাতুন, 'রজনীগন্ধা' দলের সদস্য শাপলা খাতুন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অনুভূতি প্রকাশ করেন।

আলোচনাসভায় অতিথিরা বলেন, দেশে নারীরা সামাজিক-পারিবারিক বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার। পরিবারে নারীরা স্বাধীনভাবে মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারেন না। গৃহস্থালি, কৃষি, বিভিন্ন শিল্প কারখানা, ইমারত তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরা সরাসরি কাজ করে থাকেন। কিন্তু তাদের এই শ্রমকে পরিবার ও সমাজে মূল্যায়ন করা হয় না। অর্থনীতিতে নারীর অবদানকে সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

যশোরে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

সদস্যদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৬-১০ অক্টোবর ২০২৪ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আইইডি যশোর কেন্দ্র। চটের ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন মো. মাসুক। পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীরা সেমিনার ব্যাগ, বিভিন্ন ধরনের পার্স, খাবারের পাত্র বহনের ব্যাগ, কলস ব্যাগ, ঝোলা ব্যাগ, মোবাইল ব্যাগ, কাপড় নেওয়ার ব্যাগ তৈরির কাজ শেখে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণার্থীরা অনেকেই ব্যাগ তৈরির অর্ডার নিয়ে বিক্রি শুরু করেছে।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

সাভারে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আইইডির সহায়তায় 'নারীর প্রতি সাইবার অপরাধ দমনে দরকার সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কার্যকর উদ্যেগ গ্রহণ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সাভারে পালিত হলো আন্তর্জার্তিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২৪। জনউদ্যোগ, আইইডি, মানবাধিকার উন্নয়ন কেন্দ্র, এএসডিবি, শীল্ড ও এইচডিডি'র যৌথ উদ্যোগে ১৬ অক্টোবর ২০২৪ সাভারের আড়াপাড়া জমিদার বাড়ির মাঠে 'উন্নয়নে তৃণমূলের নারীদের ভূমিকা ও সম্মাননা' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সাভার জনউদ্যোগ-এর সদস্যসচিব ও এইচডিডি'র প্রধান নির্বাহী সীমান্ত সিরাজের সঞ্চালনা এবং সাভার জনউদ্যোগ-এর আহ্বায়ক ও শীল্ড-এর নির্বাহী পরিচালক মাহবুব আলম ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মানবাধিকার উন্নয়ন কেন্দ্রের মহাসচিব অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির সদস্য ও আইইডির সমন্বয়কারী সঞ্চিতা তালুকদার, বিসিএইচআরডি'র পরিচালক ববিতা কর্মকার, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা অর্থনীতিতে গ্রামীণ নারীর অবদান ও তাদের কাজের স্বীকৃতি প্রদানসহ কোনো নারী যেন সাইবার অপরাধের বলি না হয় সে বিষয়ে সর্তক থাকার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে গ্রামীণ নারীর কৃষির উন্নয়নে অবদান রাখায় লিপি বেগম, নারী অভিবাসনে অবদান রাখায় কমলা খাতুন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীর উন্নয়নে অবদান রাখায় ঝর্না রানী বনুয়া ও নেফুল কর্মকারকে সম্মাননা স্মাবক প্রদান করা হয়।

শেরপুরে আদিবাসীদের জন্য কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি

নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় দেশের আরও কয়েকটি জেলার মতো শেরপুরে একটি 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি' প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন সেখানকার আদিবাসীরা। এছাড়া আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সমতলের নৃ-জনগোষ্ঠিগুলোর জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের মতো পুরোনো দাবিগুলোর কথাও মনে করিয়ে দেন তারা।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে ২৪ আগস্ট ২০২৪ ঝিনাইগাতী উপজেলার রাংটিয়া আদর্শ গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত প্রীতি সমাবেশ থেকে এসব দাবির কথা উঠে আসে। যৌথভাবে এ প্রীতি সমাবেশ আয়োজন করে নাগরিক প্ল্যাটফরম জনউদ্যোগ শেরপুর, বাংলাদেশ কোচ আদিবাসী ইউনিয়ন-শেরপুর জেলা শাখা ও ঝিনাইগাতী হাজং সমাজকল্যাণ সংগঠন। সার্বিক সহযোগিতা করে ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) ও এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা জ্যোতিষ চন্দ্র বর্মন ও এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সৌহার্দ্য রায় তারককে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সমাবেশে কোচ, হাজং, বর্মন ও গারো জাতিগোষ্ঠীর শিল্পীরা গান-নাচ পরিবেশন করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন রাংটিয়া গ্রামকমিটির প্রধান নিপুরাম কোচ। বক্তব্য রাখেন গারো নেতা ও এসআইএল-বাংলাদেশ ঝিনাইগাতীর ব্যবস্থাপক সুজল সাংমা, হাজং নেতা নীলমাধব হাজং, আইইডি ফেলো সুমন্ত বর্মন, সিপিবি নেতা সোলায়মান আহমেদ, বাংলাদেশ কোচ আদিবাসী ইউনিয়ন শেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রুয়েল চন্দ্র কোচ ও জনউদ্যোগ সদস্যসচিব হাকিম বাবুল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ কোচ আদিবাসী ইউনিয়ন শেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মিঠুন কোচ।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মো. শরিফুর রহমান, সাংবাদিক আমিরুজ্জামান লেবু, রেজাউল করিম বকুল, শিক্ষক এসএম আবু হান্নান, নেজেন্দ্র কোচ, সুধারঞ্জন হাজংসহ কোচ, গারো, হাজং, বর্মন, বানাই, ডালু, রাজবংশী, হদি জনগোষ্ঠির অর্ধ-শতাধিক নারী-পুরুষ, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সুধীজন।

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে নারী-পুরুষের ভূমিকা বিষয়ক মতবিনিময়সভা

নারীদের বৈষম্য দূরকরণে সারাবিশ্বে আলোচনা হলেও এখনো তা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। ঘরে-বাইরে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, পারিবারিক কলহ বন্ধ হয়নি। চাকরিতে নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে। নেত্রকোণা জেলা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বেশিরভাগ নারী সংগঠনের ঢাকাকেন্দ্রিক কাজ জেলা পর্যায়ে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ। নারীদের অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েই যাচ্ছে।

বৈষম্য দূরীকরণে নারী-পুরুষের ভূমিকা নিয়ে গ্রামপর্যায়ে ২৮ আগস্ট ২০২৪ এক মতবিনিময়সভার আয়োজন করে নেত্রকোণা-জনউদ্যোগ। জনউদ্যোগ মনে করে, অজ্ঞতাও নারীদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে দূরে ঠেলে রাখে। এতে জনস্বাস্থ্যও হুমকির মুখে পড়ে। শিক্ষায় তারা আজও পুরুষের চেয়ে অনেক দূরে। বাল্যবিবাহ অনেক বেড়ে গেছে।

মতবিনিময়সভায় নারী প্রগতি সংঘের ব্যবস্থাপক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশে নারীরা এখনো সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে। সরকার নারীর উন্নয়ন ও শিক্ষাবিস্তারে কাজ করলেও তা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে। এ অবস্থার উত্তরণে সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার নানামাত্রিক উদ্যোগ দরকার। পারিবারিক শিক্ষা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। সার্বিক কল্যাণের জন্য নারীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। জলবায়ু পরিবর্তনে নারীর ওপর প্রভাব বিষয়ে ধারণা দিতে হবে। তাই জেলায় পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় করণীয় সম্পর্কে প্রশাসন, নাগরিকসমাজ, মিডিয়া ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে মতবিনিময় করে কর্মসূচি প্রণয়ন করা যেতে পারে।
নারী নেত্রের নির্বাহী পরিচালক কামরুন্নাহার লিপি বলেন, পুরুষ ও নারীর বৈষম্য দূরীকরণে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। প্রয়োজন নারীকে শিক্ষা দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। পরিবারের প্রত্যেক নারী কর্মক্ষম হলে সে পরিবারে কখনো অশান্তি থাকতে পারে না। তখন সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে সবাই কাজ করতে পারবে ও নারী সামাজিক নিরাপত্তা পাবে।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

কর্মমুখী প্রশিক্ষণ বদলে দিতে পারে প্রান্তিক মানুষের জীবন

রাজধানীর ফোক সেন্টারে 'জাগরণের পথে আগুয়ান' শীর্ষক অবহিতকরণ সভার আয়োজন করে জনউদ্যোগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সংস্থা (পউস)। সভায় রাষ্ট্রীয় সহায়তায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এতে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মাশরুম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী ও তরুণ উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় অংশগ্রহণ ও মতবিনিময় করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শাহানা আক্তার, সাভার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রেজাউল করিম তরফদার ও সাভার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কে এম শহীদুজ্জামান।

২৫ নভেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠিত এ সভায় সাভারের সিন্দুরিয়া, মজিদপুর, সোবহানবাগ ও রেডিও কলোনি এলাকা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের নানান কর্মসূচির সংগৃহীত তথ্য, ছবি ও ভিডিও সভায় সবার সামনে তুলে ধরা হয়। সভা সঞ্চালনা করেন জনউদ্যোগের সদস্যসচিব তারিক হোসেন।

উদ্যোক্তারা সবাই প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এই প্রশিক্ষণের ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, সে কথা জানান। আরও রাষ্ট্রীয় সুবিধা পেলে আরও এগিয়ে যেতে পারবেন বলে মনে করেন এসব উদ্যোক্তা। গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তা আনজু বেগম বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নেয়ার পর আমি আরও ভালো করে পশুপালন সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। আমার খামারের আকার বেড়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শাহানা আক্তার বলেন, আজকে সাভারের উদ্যোক্তাদের কাজ দেখে ভালো লাগছে। সরকার সবসময়ই প্রশিক্ষণ ও পরবর্তী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

সাভার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রেজাউল করিম তরফদার ও সাভার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কে এম শহীদুজ্জামান প্রশিক্ষণগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, এ ধরনের আরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। সাভার অঞ্চলের মানুষরা সেসব প্রশিক্ষণ নিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। পাশাপাশি এসব গ্রামীণ উদ্যোক্তা কোথায় তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারেন সে বিষয়েও পরামর্শ দেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভা ও মাইকিং

ডেঙ্গুতে এ বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার, যার মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে ৩৪৯ জন মানুষ। এর মধ্যে সেপ্টেম্বরে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ২০৪ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে প্রতিদিন এ সংখ্যা বাড়ছে। ঢাকায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা সারাদেশের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।

ডেঙ্গুর ভয়াবহতা প্রতিরোধে সর্বমহলের উদ্যোগ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটি ঢাকার বিভিন্ন জনসচেতনতার জন্য এলাকায় এলাকায় মাইকিং করে। এরপর ১৮ অক্টোবর ২০২৪ মোহাম্মদপুরের ফোক সেন্টারে সচেতনতামূলক সভা করে।

সভায় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও জনউদ্যোগের আহ্বায়ক মুশতাক হোসেন এডিস মশার বংশবিস্তার কীভাবে হয়, কেন ডেঙ্গু হয় ও প্রতিরোধের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এডিস মশা তার আচরণ পরিবর্তন করে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে ডেঙ্গুর লক্ষণ হচ্ছে জ্বর। ক্ষুধা কমে যাওয়া, শরীর ম্যাজম্যাজ করার লক্ষণও দেখা দিতে পারে। ডেঙ্গুর চিকিৎসা সম্পর্কে তিনি বলেন, ওষুধ হিসেবে শুধু প্যারাসিটামল খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। অনেকে না জেনে শরীরের তীব্র ব্যথা কমাতে ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে বিপদ ঘটতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে খাদ্যতালিকায় প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে রাখতে হবে । তিনি জনউদ্যোগের এ কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম মানুষের কাজে লাগবে।

একই সাথে মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও সাভারের বিভিন্ন এলাকা ডেঙ্গুর বিস্তার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ১৮ অক্টোবর মিরপুর ১,২ মোল্লাবস্তি, ভাষানটেকবস্তি, কল্যাণপুর, আগারগাঁও ও মোহাম্মদপুর এলাকায় ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। ১৯ অক্টোবর সাভার এলাকার আড়াপাড়া, নামাপাড়া, কাতলাপুর বাইদাপাড়া এলাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে জনসচেতনতামূলক মাইকিং করা হয়।

সম্পাদক : নুমান আহম্মদ খান

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) কর্তৃক
কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪ বাবর রোড (৩য় তলা), ব্লক বি, মোহাম্মদপর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং কারপাস থেকে মুদ্রিত
ফোন : (880-2) 410225509, ই-মেইল : ieddhaka@gmail.com ওয়েব: www.iedbd.org